স্ট্রবেরি চাষের প্রযুক্তি

ডঃ সামশুল হক আনসারী

নদীয়া কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র
বিধান চন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদ
গয়েশপুর, নদীয়া- ৭৪১২৩৪

স্ট্রবেরি একটি ছোটো লাল বা গোলাপি রঙের ফল যা দেখতে খুবই আকর্ষনীয়। স্ট্রবেরি ফলে যথেষ্ট পুষ্টিগুন আছে। এটি ভিটামিন, আয়রন এবং ফাইবার সমৃদ্ধ একটি সুস্বাদু ফল। এর সুমিষ্ট গন্ধের জন্য বিভিন্ন খাবার যেমন আইসক্রীম, কেক, কুকিজ, জ্যাম, স্কোয়াস, ইত্যাদি তৈরীতে এর ব্যাবহার আছে। এই ফলের ঔষধি গুনও কম যায় না। হৃদরোগ, উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, ক্যানসার ইত্যাদি মারন রোগের উপশমে এই ফলটি সাহায্য করতে পারে।

উৎপত্তিগতভাবে ষ্ট্রবেরি একটি নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের ফল হলেও এর বেশ কয়েকটি জাত যেমন সুইট চার্লি, উইন্টার ডন, কামা রোজা, ইত্যাদি প্রজাতিগুলি প্রায় গ্রীষ্মকালীন অঞ্চলেও সাফল্যের সঙ্গে চাষ করা যায়। জৈবপদার্থ সমৃদ্ধ উপযুক্ত জলনিকাশিযুক্ত, মাঝারি দোঁয়াশ মাটি যার অম্লত্ব ৫.৬ থেকে ৬.৫ পর্যন্ত হয় এরকম মাটিতে স্ট্রবেরি গাছ ভালো হয়। জাতভেদে ষ্ট্রবেরি বিভিন্ন সময়ে চাষ করা হয়।

দক্ষিনবঙ্গের আবহাওয়ায় স্ট্রবেরির চারা সাধারনত সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বরের মাঝামাঝি পর্যন্ত রোপন করা যায়। শীতের প্রাথমিক ঠান্ডা আবহাওয়ায় গাছের বৃদ্ধি হয় এবং শীতের মাঝামাঝি থেকে ফুল ও ফল আসতে শুরু হয়। স্ট্রবেরি সাধারনত ১৫ ডিগ্রী থেকে ৩৫ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা পর্যন্ত ফলন দিতে পারে তবে ফুল আসার সময় ১৪ থেকে ১৮ ডিগ্রী তাপমাত্রা আদর্শ। সঠিক জাত নির্বাচন করে ভালোভাবে পরিচর্যা করলে আমাদের দক্ষিণবঙ্গের মাটি ও আবহাওয়াতে ষ্ট্রবেরি সাফল্যের সঙ্গে চাষ করা যেতে পারে। অন্য ফলের তুলনায় কম সময়ের মধ্যে উৎপাদন হয় বলে কৃষকবন্ধুরা সহজেই এই ফলটি চাষ করে ভালো মুনাফা লাভ করতে পারেন।

চারা সংগ্রহ:

যেকোনো ভালো নার্সারী থেকে সঠিক জাতের স্ট্রবেরি চারা সংগ্রহ করতে হবে। অঙ্গজ ডাল বা রানার দিয়ে স্ট্রবেরির বংশবৃদ্ধি করা হয়। সমস্ত ফল তোলার পর সতেজ নীরোগ গাছগুলি থেকে অঙ্গজ ডালকে বাড়তে দেওয়া হয়। ভালোভাবে পরিচর্যা করলে একটি মা গাছ থেকে কমপক্ষে ৬-৭ টি অঙ্গজ ডাল পাওয়া যায়। একটি অঙ্গজ ডাল থেকে এক বা একাধিক চারা পাওয়া যেতে পারে। জৈবসার মিশ্রিত মাটি ভর্তি ছোটো টব বা পলি প্যাকেটে অঙ্গজ ডালগুলির গাঁটের জায়গাটি পুঁতে দেওয়া হয়। কিছুদিন পর ঐ জায়গা থেকে শেকড় গজিয়ে নতুন গাছের জন্ম হয়। তবে শুধুমাত্র চারা তৈরীর জন্য স্ট্রবেরি চাষ করলে মা গাছগুলি থেকে ফুল ও ফল না নেওয়ায় ভালো। এতে বেশী সংখ্যায় সতেজ চারা পাওয়া যাবে।

জমি তৈরী ও মূল সার প্রয়োগ:

জমিকে প্রথমে ২ থেকে ৩ বার ভালোভাবে চাষ দিয়ে সমান করে নিতে হবে। এরপর নির্দিষ্ট দরত্ব অন্তর বেড বা ফালি তৈরী করতে হবে। বানিজ্যিকভাবে স্ট্রবেরি একসারি বা দুসারি পদ্ধতিতে চাষ করা হয়। দুসারি পদ্ধতি বেশী জনপ্রীয় এবং এতে একক জায়গাতে বেশী চারা লাগানো যায়। প্রতি একরে প্রায় ১৫ থেকে ১৮ হাজার চারা এই পদ্ধতিতে লাগানো যায়। এই পদ্ধতিতে ফল তোলা এবং পরিচর্যা করাও সুবিধাজনক। দুই সারি পদ্ধতিতে বেডের মাপ হবে ২.৫ ফুট চওড়া, ৬ থেকে ৮ ইন্চি উঁচু এবং প্রয়োজন মতো লম্বা। প্রতি দুটি বেডের মাঝখানে ২ ফুট চওড়া জলসেচের নালা রাখা হয়। বেড তৈরীর পর বেডের মাটি সমান করে ঝুরঝুরে করে নিতে হবে।

জৈবসার হিসাবে একর প্রতি ১৫ কুইন্ট্যাল ভার্মিকম্পোস্ট এবং ২০০ কেজি সরষের খোল মাটিতে প্রয়োগ করতে হবে। মুলসার হিসাবে বেড তৈরীর সময় রাসায়নিক সার যেমন ৫০ কেজি ইউরিয়া, ১৬০ কেজি সিঙ্গেল সুপার

ফসফেট, ৪০ কেজি মিউরিয়েট অব পটাশ, ১২ কেজি ক্যালসিয়াম নাইট্রেট এবং ৫ কেজি অনুখাদ্য মিশ্রন প্রতি একর হিসাবে মাটিতে ভালোভাবে প্রয়োগ করতে হবে। এরপর প্রতিটি বেডকে প্লাস্টিকের আচ্ছাদন বা মালচিং দিয়ে ঢাকতে হবে। খড় দিয়েও আচ্ছাদন দেওয়া যেতে পারে, সেক্ষেত্রে চারা বসানোর পরে আচ্ছাদন দেওয়া হয়। আচ্ছাদন দেওয়ার ফলে আগাছা পুরোপুরি নিয়ন্ত্রন করা যায়, মাটিতে জল সংরক্ষন হয় ফলে জলসেচ কম লাগে, মাটি আলগা থাকার ফলে শেকড়ের বৃদ্ধি ভালো হয়, মাটিতে সঠিক তাপমাত্রা বজায় থাকে, রোগ পোকার আক্রমন কম হয়, স্ট্রবেরির সূক্ষ্ম ফল পচে যায় না এবং সামগ্রিকভাবে ফলন বৃদ্ধি পায়।

চারা লাগানো:

দুইসারি পদ্ধতিতে প্রতিটি বেডে দুটি করে সারিতে চারা বাসানো হয়। সারি থেকে সারির দূরত্ব ৫০ থেকে ৬০ সেমি এবং গাছ থেকে গাছের দূরত্ব ৩০ থেকে ৪০ সেমি রাখা হয়। জমিতে আচ্ছাদন দেওয়ার পর নির্দিষ্ট দূরত্বে ছোটো করে প্লাস্টিকের মালচিং কেটে গাছ বসানোর খুপি করে নিতে হবে। এরপর প্যাকেট থেকে চারা সাবধানে বের করে মাটির বল সমেত চারা নির্দিষ্ট জায়গায় বসাতে হবে। বর্তমানে তৈরী চারা রোপনের হাত যন্ত্র দিয়ে খুব সহজেই স্ট্রবেরি চারা বসানো যেতে পারে। চারা বসানোর পরেই ঝাঁঝরি দিয়ে জল দিতে হবে।

পরিচর্যা:

- ছোটো চারাতে সঠিক সময়ে জলসেচ দিতে হবে যাতে চারা একেবারে শুকিয়ে না যায়। আবহাওয়া ও মাটির প্রকৃতি অনুসারে শীতকালে সাধারনত ৬ থেকে ৭ দিন অন্তর জলসেচ দেওয়ার দরকার হয়। ফুল ও ফল আসার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে মাটি শুকিয়ে না যায়।

- গাছ বসানোর পর একটু ঠান্ডা পড়তে শুরু হলে অনেক সময় তাড়াতাড়ি গাছে ফুল চলে আসে। সেক্ষেত্রে চারা বসানোর পর ২০-২৫ দিন পর্যন্ত সমস্ত ফুল তুলে দিতে হবে। এতে গাছের প্রাথমিক বৃদ্ধি ভালো হবে এবং পরবর্তী সময়ে বেশী ফুল ও ফল পাওয়া যাবে।

- চারা বসানোর ২০-২৫ দিন পর প্রথম জলে দ্রবনীয় এন.পি.কে. সার যেমন ১৯:১৯:১৯ প্রতি লিটার জলে ৫ থেকে ৬ গ্রাম হারে স্প্রে করতে হবে এবং প্রতি ২০-২৫ দিন অন্তর এই সার একই হারে স্প্রে করতে হবে।

- ফলন এবং ফলের গুনগত মান বাড়ানোর জন্য জিঙ্ক, বোরন, কপার ও মলিবডিনাম ঘটিত অনুখাদ্য মিশ্রন প্রতি লিটার জলে ১.৫ থেকে ২.০ গ্রাম হারে যেকোনো জৈব আঠার সাথে মিশিয়ে ফুল আসার প্রথম দিকে এবং ১ মাস পরে আরেক বার স্প্রে করা দরকার।

- ৭৫ থেকে ১০০ পিপিএম জিব্বারেলিক এসিড ফুল আসার প্রথম দিকে অর্থাৎ চারা লাগানোর ৪০-৪৫ দিন পর এবং প্রথম স্প্রের ২০-২৫ দিন পর আরেকবার স্প্রে করলে ফলন ৩০-৪০ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়।

- পাতা বা গাছের গোড়ায় পচনের দাগ দেখা দিলে কার্বেন্ডাজিম ২ গ্রাম বা থায়োফেনেট মিথাইল ১ গ্রাম বা প্রোপিনেব ৩ গ্রাম প্রতি লিটার জলে স্প্রে করতে হবে। এছাড়া পোকার আক্রমন হলে ইমিডাক্লোরপিড প্রতি লিটার জলে ১ মিলি হিসাবে স্প্রে করতে হবে।

ফল তোলা ও ফলন:

স্ট্রবেরি চারা রোপনের সময় এবং জাত অনুসারে সাধারনত ডিসেম্বর মাসের শেষ থেকে মার্চ পর্যন্ত ফলন পাওয়া যায়। ফল যখন সম্পূর্ণ রঙ ধারন করে এবং শক্ত থাকে সেই অবস্থায় তোলা উচিত। সকালের দিকে ফল তোলা উচিত। তোলার পর ফলগুলি ছোটো ছোটো বাস্কেটে বা ট্রেতে রাখতে হবে। ২ থেকে ৩ দিন পর পর ফল তুলতে হবে।

হঠাৎ করে গরম বেড়ে গেলে বা মাটিতে অতিরিক্ত রাসায়নিক সার প্রয়োগ করলে অনেক সময় ফলে ভালো রঙ আসে না বা হালকা গোলাপি বা সাদাটে ভাব থেকে যায়। এইসব ফলে টকভাব বেশী থাকে এবং অতিরিক্ত নরম হয়। ভালোভাবে পরিচর্যা করলে প্রতি গাছ থেকে ৪০০ থেকে ৭০০ গ্রাম পর্যন্ত ফলন পাওয়া যেতে পারে।

ফলের প্যাকেজিং:

ফলের আকার অনুযায়ী ফলকে বড়, মাঝারি এবং ছোটো এইভাবে বাছাই করা হয়। তোলার পর ফলগুলি ঠান্ডা করে বিভিন্ন মাপের প্লাস্টিক মোড়কে প্যাকিং করে বাজারজাত করা হয়। পলিথিন মোড়কে ৩ থেকে ৪ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রায় স্ট্রবেরি ফলকে কয়েকদিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়।

নদীয়া কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র কর্তৃক প্রকাশিত ও

ডঃ সামশুল হক আনসারী

বরিষ্ঠ বিজ্ঞানী ও প্রধান কর্তৃক প্রচারিত

যোগাযোগঃ নদীয়া কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র

ফোনঃ 033-25891271

email:nadiakvk@gmail.com

www.nadiakvk.org.in

Nadia Krishi Vigyan Kendra

মুদ্রণঃ Alonso Consultancy Services private Limited